জনকণ্ঠ

তারিখ ... 8 -JUL 2008

পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৩

# ভর্তি নিশ্চিত করতে কলেজে আসন বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত শিফট চালুর চিন্তা

**স্টাফ রিপোর্টার ॥** একাদশ শ্রেণীতে কতজন শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারবে তার সঠিক কোন তথ্য সরকারের কাছে নেই। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) হিসাবে পৌনে পাঁচ লাখ শিক্ষার্থী একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ পাবে। আবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য মোতাবেক ১৬ লাখ শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাবে। এদিকে শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান জানিয়েছেন, সারাদেশে একাদশ শ্রেণীতে প্রায় সাড়ে ১৩ লাখ শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। এ অবস্থায় একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিশ্চিত করতে কলেজগুলোতে আসন বৃদ্ধি ও কোন কোন কলেজে অতিরিক্ত শিফট চালু করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সরকার। এ ছাড়াও অনার্স, মাস্টার্স চালু করার পর যে সব কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট উঠিয়ে দেয়া হয়েছে, সে সব কলেজে আবার এই কোর্স চালু করার কথা ভাবছে সরকার। সোমবার এক প্রেস ব্রিফিংয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা এ কথা বলেন। ব্রিফিংয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রদত্ত তথ্যে বলা হয়, একাদশ শ্রেণীতে মোট ৭ হাজার ৪৮৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১৬ লাখ শিক্ষার্থী ভর্তি করা সম্ভব হবে। কিন্তু ব্যানবেইসের হিসেবে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে মোট ৪ লাখ

(১১- পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

## ভর্তি নিশ্চিত করতে

(১২-এর পাতার পর)

৭০ হাজার শিক্ষার্থী। এই দুই হিসেবের কোনটি ঠিক জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন বিষয়টি খোঁজ নিয়ে বলতে হবে। আগে ১৬ লাখ শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে এমন কথা বললেও অবশেষে তিনি বলেন, সারাদেশে প্রায় সাড়ে ১৩ লাখ শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। এ সময়ে শিক্ষা সচিব মোমতাজুল ইসলাম বলেন; ব্যানবেইসের এই তথ্য হলো পুরনো তথ্য।

উপদেষ্টা বলেন, আমরা বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষদের সঙ্গে বৈঠক করেছি। রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল কলেজ, লালমাটিয়া মহিলা কলেজ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট কলেজসহ বেশ কিছু কলেজে আসন সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। এসব কলেজের শিক্ষকদের ওপর বাড়তি চাপ পড়বে বলে তাঁদের কিছু ইনসেনটিভ দেয়ার কথাও বলেছেন অধ্যক্ষরা। যে সব কলেজে সুযোগ রয়েছে সেখানে অতিরিক্ত শিফটও চালু করা যেতে পারে। তিনি বলেন, এ ছাড়াও ভাল স্কুলগুলোর সঙ্গে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী চালু করার কথা চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। উপদেষ্টা বলেন, বিভিন্ন কলেজে মাস্টার্স চালু করার পর সেখানে চালু থাকা ইন্টারমিডিয়েট কোর্স তুলে দেয়া হয়েছে। এখন আবার এই কলেজগুলোতে এই কোর্স চালু করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

### পাঠ্য বইয়ের ভুল সংশোধন

শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, আগামীতে দেশে শুরু হচ্ছে গঠনমূলক শিক্ষা পদ্ধতি। এই পদ্ধতি সফল করতে পাঠ্য বইয়ের ভুল সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ভুল লেভেলের ৬৪ টি পাঠ্য বইয়ের ভুল সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ২০০৯ সালের এই বই নিম্ন মানের বা ভুল পাওয়া গেলে তার জন্য সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। বর্তমান পাঠ্য বইয়ে অসংখ্য ভুলের কথা শিকার করে উপদেষ্টা বলেন, আশা করি আগামীতে এগুলো সংশোধন হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত ব্রিফিংয়ের আরও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিব ও সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্মকর্তারা।